Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার ৩০ the day of নভেম্বর**, ২০২২**

Other Suit No. ২৩৩ / ২০২২

মৌলানা মুফতি নুরুল্লাহ মোহাম্মদ আমিন Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

হাফেজ জাফর আহমদের মৃত্যুতে ওয়ারীশগণ Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৭/০৬/২০১০ খ্রিঃ, ০৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ, ১৪/০৩/২০১৬ খ্রিঃ, ২৫/০৫/২০১৬ খ্রিঃ; ১৯/১১/২০১৭ খ্রিঃ; ২২/০৭/২০১৯ খ্রিঃ; ২৫/০৮/২০১৯ খ্রিঃ ; ১৩/১০/২০১৯ খ্রিঃ ; ২০/০৩/২০২০ খ্রিঃ; ০৭/০৮/২০২২ খ্রিঃ ; ০৬/১১/২২খ্রি; ১৬/১১/২২ খ্রিঃ ও ১৮/১০/২০২২ খ্রিঃ ।

In presence of

জনাব অরুপ কুমার দেব Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব এ. কে এম শাহজাহান উদ্দিন Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ভ্রমাত্বক ঘোষনা সহ বিভাগের ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা। অত্র মোকদ্দমা অপর ২৫৮/২০০৫ নম্বরে নিবন্ধিত হইয়া গত ইং ২৩/০৭/২০০৫ তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ ১ম আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রামে দায়েরকৃত হয় (আদেশ নম্বর ০১)। অতঃপর মোকদ্দমাটি গত ইং ১৩/১০/২০২২ তারিখে অত্রাদালতে বদলীকৃত হয় এবং অপর প্রকার ২৩৩/২০২২ নম্বর ধারণ করে (আদেশ নম্বর ৮৬)।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) নালিশী তফসিল বর্নিত সম্পত্তির মালিক ছিল নেজামত আলী। তার নামে আর এস খতিয়ান হয়। নেজামত আলীর মৃত্যুতে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত ০১ পুত্র ফজল আহমদ ও ০১ কন্যা গোলচেহেরা এবং ২য় স্ত্রী জোবেদা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। গোল চেহেরার মৃত্যুতে ০৩ কন্যা মাসুমা বেগম, হাজেরা বেগম ও মোস্তফা খাতুন এবং ভ্রাতা ফজল আহমদ থাকে। ফজল আহমদ মরনে স্ত্রী সায়েরা খাতুন, পুত্র মোঃ হাসেম ও ০৪ কন্যা মজলিশ খাতুন, মরিয়ম খাতুন, মাজমা খাতুন ও আছমা খাতুন ওয়ারীশ থাকে।

২) নেজামত আলীর ২য় স্ত্রী জোবেদা খাতুন নিঃসন্তান মরনে ভ্রাতুষপুত্র বাচা মিয়া ওয়ারীশ থাকে। বাচা মিয়া ৩ কন্যা ২/৩ নং বিবাদী ও ছকিনা খাতুন কে রেখে যান। ছকিনা খাতুন মরনে ৪ নং বিবাদী ওয়ারীশ হয়। ৪ ও ৫ নং বিবাদীর নামে বি এস খতিয়ান প্রচার আছে। তবে তাদের নামে অংশ লিপি বেশী হয়। নেজামত আলীর কন্যা গোল চেহেরা বেগম মরনে ০৩ কন্যা ৭-৯ নং বিবাদী ও ভ্রাতা ফজল আহমদ প্রাপ্ত হয়। বি এস জরিপে ৭-৯ নং বিবাদীর নামে বেশী অংশ লিপি হয়। অন্যদিকে ফজল আহমদের স্ত্রী, পুত্র কন্যাগনের নামে বি এস জরিপ হয়নি। বি এস খতিয়ানে নিঃস্বত্ববান ১০/১১ নং বিবাদীর নামে ভ্রমাত্বকভাবে নাম প্রচারিত হয়।

৩) নেজামত আলীর ১৭ শতক ভুমিতে কন্যা গোলচেহেরার প্রাপ্ত অংশ ২।//১৫ তিল বা ৪.৯৬ শতক। ফতু তর্কা বাদে গোলচেহেরার তিন কন্যার প্রাপ্ত অংশ দাঁড়ায় ৩.৩০ শতক। অর্থাত প্রত্যেক কন্যা ১.১০ শতক করে প্রাপ্ত হয়।

৪) নেজামত আলীর ১৭ শতক ভুমি থেকে ১১ শতক ভুমি এল এ কেস নং ৩৪/১৯৮৪-৮৫ মূলে রোডস এন্ড হাইওয়ে এর জন্য সরকার অধিগ্রহন করে। অবশিষ্ট ৬ শতকের মধ্যে নেজামত আলীর পরবর্তী ওয়ারীশ ০১ স্ত্রী জোবেদা খাতুন .৭৫ শতক , পুত্র ফজল আহমদ ৩.৫ শতক এবং কন্যা গোল চেহেরা ১.৭৫ শতক ওয়ারীশমূলে প্রাপ্ত হন। সেই সূত্রে মধ্যে গোলচেহেরার ০৩ কন্যা ।।/ (দুই কড়া ১ কন্ট) বা ১.১৬ শতক প্রাপ্ত হন। এইভাবে ৬ শতক ভুমি হতে স্ত্রী জোবেদা খাতুন ও কন্যা মোস্তফা খাতুনের প্রাপ্য অংশ হয় (০.৭৫+০.৩৮) = ১.১৩ শতক।

৫) অপরদিকে নেজামত আলীর পুত্র ফজল আহমদ নিজ ও ফতু সহ (৯.৯২ + ১.৬৫) = ১১.৫৭ শতক বা ৫ И ৮$\frac{৩}{৪}$ তিল প্রাপ্ত হন। যা পরবর্তীতে তার স্ত্রী, পুত্র ও ৪ কন্যা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে থেকে একোয়ারকৃত অংশ বাদে অবশিষ্ট ৬ শতক হতে ২/১০ তিল বা ৪.২৫ শতক ভুমিতে বর্তমানে স্থিত আছেন।

৬) ফজল আহমদের স্ত্রী ছায়েরা খাতুন মরনে পুত্র-কন্যা মোঃ হাসেম গং ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ফজল আহমদের কন্যা মরিয়ম খাতুন স্বামী, পুত্র কন্যা রেখে মারা যান। ফজল আহমদের পুত্র মোঃ হাসেম পারিবারিক আপোষ বন্টনে তৎ স্বত্ব ভগ্নীগণ কে ছেড়ে দিয়ে বিনিময়ে অন্য সম্পত্তি গ্রহন করেন। ফলে নালিশী দাগে মোঃ হাসেম এর কোন স্বত্ব দখল ছিল না। মোঃ হাসেমের স্বত্ব ভগ্নীগণ প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে আছেন। ফজল আহমদের উক্ত ০৪ কন্যা মাজমা খাতুন, আছমা খাতুন, মজলিশ খাতুন স্বয়ং এবং মরিয়ম খাতুনের ওয়ারীশ গং ২১/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৫৮১৯ নং কবলামুলে বিরোধীয় ২/৩ দন্ত বা ৪.২৫ শতক ভূমি বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন।

৭) ১ নং বিবাদী নেজামত আলীর স্ত্রী জোবেদা খাতুনের ওয়ারীশ এবং গোল চেহেরার কন্যা মোস্তফা খাতুনের ওয়ারীশ হতে খরিদসূত্রে স্বত্ববান আছেন। বিরোধীয় দাগে বর্তমানে বাদী ও ১/২ নং বিবাদী ব্যাতিত অন্য কেউ দখলে নেই। বাদী নালিশী ভূমি খরিদের পর চাষা নিয়োগে ভোদদখলে আছেন। ১ নং বিবাদী জোর পূর্বক অংশাতিরিক্ত ভূমিতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের চেষ্টা করলে বাদী বাধা প্রদান করে। পরবর্তীতে বিগত ১৫/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীর নিকট স্বীয় স্বত্বাংশীয় ভূমি আপোষ চিহ্নিতমতে বিভাগ তলব করিলে বিবাদী বিভাগ দিতে অস্বীকার করে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী অত্র মামলা দায়ের করে।

৮) **অন্যদিকে,বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ১ নং বিবাদী/১(ক)/১(গ)/১(ঘ)/১(ঙ)-১(ঝ) নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে**

নালিশী আর এস ৮৬৬৪ দাগ তৎ সামিল বি এস ১৪৫৫৮ দাগের ১৭ শতক ভূমি নেজামত আলীর ছিল। তার মৃত্যুতে ২য় স্ত্রী জোবেদা খাতুন, পুত্র ফজল আহমদ ও কন্যা গোলচেহেরা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। স্বামীর বিয়োগান্তে জোবেদা খাতুন তাহার ভ্রাতা বাঁচা মিয়ার কাছে আশ্রয় নেন। জোবেদা খাতুন স্বামী থেকে প্রাপ্ত নালিশী খতিয়ানের অংশ অনালিশী বাড়ি ভিটা নাল পুকুর খাই ইত্যাদি সকল খতিয়ান হতে $\frac{১}{৮}$ অংশ আপোষ বন্টন করে নিয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে ভ্রাতা বাচা মিয়া তৎস্বত্ব প্রাপ্ত হয়। বাচা মিয়া মরনে স্ত্রী ছমুদা খাতুন ও ৩ কন্যা ছকিনা খাতুন, খতিজা খাতুন ও আজব খাতুন ওয়ারীশ থাকে। ছমুদা খাতুন মরনে ৩ কন্যা ওয়ারীশ হয়। ছকিনা খাতুন মরনে পুত্র শামছুল আলম ও কন্যা মাহফুজা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। খতিজা খাতুনের পুত্র নুরুল আলম হয়। বি এস খতিয়ানে সামছুল আলম ও নুরুল আলমের নাম রেকর্ড হয়। পরবর্তীতে বাচা মিয়ার উক্ত ওয়ারীশগণ ৩০/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ২২৮৬ নং কবলামুলে ২ শতক ভূমি ১ নং বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য যে অত্র মামলার ১ নং বিবাদীর মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ ১(গ)-১(ঝ) নং বিবাদীগণ ২.৪০ শতক ভূমি ১(খ) নং বিবাদী বরাবর হেবামূলে হস্তান্তর করে।

৯) নেজামত আলীর কন্যা গোলচেহের খাতুন ৪.৯৫ শতক প্রাপ্ত হন। গোলচেহের প্রাপ্ত অংশ ৩ কন্যাকে মৌখিক দান করেন। গোলচেহের নেজামত আলীর ভিটির অংশ ভ্রাতা ফজল আহমদ বরাবর ছেড়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে। গোল চেগেরা খাতুনের কন্যা মোস্তফা খাতুন নালিশী দাগে ১৫ $\frac{১}{২}$ দস্ত বা ১.৬৫ শতক প্রাপ্ত হয়। মোস্তফা খাতুনের ওয়ারীশ ০২ পুত্র ও ০২ কন্যা ০৮/০৮/২০০৪ তারিখে ০২ কবলায় ১.৫০ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করে। এভাবে অত্র বিবাদী ১১ বা ৩$\frac{১}{২}$ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। অত্র বিবাদী নামজারি খতিয়ান সৃজন পূর্বক সন সন খাজনাদি আদায় করে আসছেন।

১০) উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪-৮৫ সনে এল এ মামলা নং-৩৪ মূলে ১১ শতক ভূমি সরকার অধিগ্রহন করে। উক্ত ১১ শতক ভূমি ফজল আহমদের পুত্র মোহাম্মদ হাসেম, তৎ মাতা ছায়েরা খাতুন, ভগ্নি মাজমা খাতুন, মজলিশ খাতুন, আছমা খাতুন প্রকাশ বালি, মরিয়ম খাতুন, এবং গোলচেহের খাতুনের ০২ কন্যা মাজুমা ও হাজেরা খাতুন দখলকার ছিলেন। হুকুম দখলের ক্ষতিপূরনের টাকা গ্রহনকালে মোহাং হাসেমের ০৪ ভগ্নী তাদের অংশ দাবি করে। তখন মোহাং হাসেন টাকা উঠিয়ে নিয়ে তার ০৪ ভগ্নি ও ০২ ফুফাতো বোনকে তাদের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তখন জোবেদা খাতুনের প্রাপ্য অংশ এবং মোস্তফা খাতুনের প্রাপ্য অংশ এবং যাদের অংশ দাগের দক্ষিন পশ্চিমে দখলে ছিল তারা কোন ক্ষতিপূরনের টাকা নেয়নি। তারা তাদের দখলীয় অংশ হতে বিক্রিবাদ এখনো সামান্য অংশের অংশীদার আছেন। অত্র বিবাদী ১১ বা ৩$\frac{১}{২}$ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকায় এবং মামলাটি হয়রানীমূলক বিধায় খারিজের প্রার্থনা করেন।

১১) **<u>১(খ) নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,</u>**

নালিশী ভূমি নেজামত আলীর ছিল। তার নামে আর এস খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। নেজামত আলী মরনের পর স্ত্রী জোবেদা খাতুন নিঃসন্তান মরনে তৎ স্বত্ব ভ্রাতা বাচা মিয়া প্রাপ্ত হয়। বাচা মিয়া মরনে স্ত্রী ছমুদা খাতুন ও কন্যা ছকিনা খাতুন গং ওয়ারীশ থাকে। ছকিনা খাতুন মরনে শামছুল আলম গং ওয়ারীশ থাকে। বাচা মিয়ার সকল ওয়ারীশ একত্রে ৩০-০৩-২০০৪ তারিখে ২২৮৬ নং কবলামুলে নালিশী দাগ আন্দরে ২ শতক নাল জমি অত্র বিবাদীর পিতা হাফেজ জাফর আহমদ এর নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে আর এস রেকর্ডীর ওয়ারীশ মোস্তফা খাতুন এর ০২ পুত্র আবদুল মান্নান আবদুল খালেক সাফিয়া খাতুন ও আফিয়া খাতুন হতে ৮/৮/২০০৪ তারিখে ৪৯৭১/৪৯৬৭ নং কবলামুলে নালিশী দাগ

আন্দরে ১ + ১/২ = ১১/২ শতক জমি হাফেজ জাফর আহমদ বরাবর হস্তান্তর করেন। এভাবে জাফর আহমদ ৩১/২ শতক ভূমিতে মালিক দখলকার থাকাকালে মরনে ১(ক)-১(ঝ) নং বিবাদী ওয়ারীশ হয়। ১(ক) নং বিবাদী আপোষে তৎ স্বত্ব অত্র বিবাদী বরাবর ত্যাগ করে। ১(গ)-১(ঝ) নং বিবাদী তাদের স্বত্ব ২০-০৯-২০১৬ ইং তারিখে ৬৬১৩ নং হেবানামা মুলে অত্র বিবাদীর নিকট দখল অর্পন করেন। অত্র বিবাদী পিতার খরিদা স্বত্বে মৌরশী ও দানসূত্রে নালিশী দাগের আন্দরে ৩ ১/২ শতক ভূমি পাকা বাউন্ডারী দেয়াল তুলে ভোগদখল করিতেছেন। অত্র বিবাদীর নামে পৃথক নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়। অত্র বিবাদীর জমি আরাকান রোড সংলগ্ন পশ্চিম দিকে স্থিত হয়। উক্ত ভূমিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব দখল নেই। বাদীপক্ষ পরিস্কার হাতে আসেনি বিধায় বাদীর মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১২) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?
২) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না ?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) নালিশী ভূমি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে কিনা ?
৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারার ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১৩) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **নুরুল্লাহ মোহাম্মদ আমিন (P.W.1) ও মোঃ কেফায়েত উল্লাহ (P.W.2)**। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **খোরশেদা বেগম (D.W.1) ও শাকিলা তাসনীল (D.W.2) ও আবু তাহের (D.W.3)** ।

বাদী **নুরুল্লাহ মোহাম্মদ আমিন (P.W.1)** এবং ১ (জ) নম্বর বিবাদী **খোরশেদা বেগম (D.W.1) এবং ১(খ) নং বিবাদী পক্ষে তার স্ত্রী শাকিলা তাসনীল (D.W.2)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নালিশী মৌজার আর এস ১৫৩১ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ১
২। নালিশী মৌজার বি এস ২৮০৬ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। এল এ মামলা নং ৩৪/৮৪-৮৫ মামলা সংবাদের আসল কপি	প্রদর্শনী ৩
৪। ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী-৪ সিরিজ	প্রদর্শনী ৪
৫। ২১/০৯/২০০৪ ইং তারিখের ৫৮১৯ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৫

সাক্ষ্যগ্রহনকালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নামজারি খতিয়ান নং-৩৬১০ ও ডিসিআর এর মূল কপি	প্রদর্শনী - ক সিরিজ
২। ২০/০৯/২০১৬ তারিখের ৬৬১৩ নং হেবানামার জাবেদা নকল	প্রদর্শনী -খ
৩। ১৮/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আম-মোক্তারনামার কপি	প্রদর্শনী- গ
৪। আর এস ১৫৩১ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী- ঘ
৫। বি এস ২৮০৬ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী - ঙ
৬। নামজারি খতিয়ান নং ৩৫৪৮ ও ডি.সি আর	প্রদর্শনী-চ সিরিজ
৭। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী-ছ
৮। ৩০/০৩/২০০৪ ইং তারিখের ২২৮৬ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী-জ
৯। ০৮/০৮/২০০৪ ইং তারিখের ৪৯৬৭ ও ৪৯৭১ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী- ঝ সিরিজ

অত্র মোকদ্দমা অপর ২৫৮/২০০৫ নম্বরে নিবন্ধিত হইয়া গত ইং ২৩/০৭/২০০৫ তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ, ১ম আদালত, পটিয়ায় দায়েরকৃত হয় (আদেশ নম্বর ০১)। অতঃপর মোকদ্দমাটি গত ইং ১৩/১০/২০২২ তারিখে অত্রাদালতে বদলীকৃত হয় এবং অপর ২৩৩/২০২২ নম্বর ধারণ করে (আদেশ নম্বর ৮৬)।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১৪) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

বিবাদীপক্ষ তার লিখিত বর্ণনায় অত্র মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় নয় মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু উক্ত দাবির সমর্থনে বিবাদীপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমান সন্নিবেশিত হয়নি। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে. বাদীপক্ষ অত্র মামলাটি বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে ঘোষনা এবং বিভাগের প্রার্থনায় আনয়ন করেছেন যেখানে মামলার মূল্যমান ধরা হয় ৩,০০,০০০/- টাকা। বিবাদীপক্ষ ইহাতে কোন আপত্তি প্রদান করেননি। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং মামলার মূলমান নিরিখে অত্র মামলা বিচারে অত্র আদালতের ভৌগলিক ও আর্থিক দুই এখতিয়ারই রয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই। যেহেতু মামলাটি বিভাগের প্রার্থনায় আনীত উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখলের সমর্থনে তাদের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

১৫) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের আরজি বর্নিতমতে তফসিলোক্ত বিরোধী দাগের ভুমিতে বাদী ও বিবাদী উভয়ে খরিদসূত্রে ভোগদখলে আছেন। আরজি স্বীকৃতমতে বিরোধীয় দাগের ভুমিতে বাদী ও ১/২ নং বিবাদী ব্যাতিত অন্য কেউ দখলে নেই। বিরোধীয় দাগের ভুমিতে ১ নং বিবাদী জোর পূর্বক অংশাতিরিক্ত ভুমি নিয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করিতে গেলে বাদীপক্ষ তাতে বাধা প্রদান করে। অত্র মামলা রুজুর পূর্বে তাদের মধ্যে সুচিহ্নিত সীমানা দ্বারা কোন ধরনের বিভাজন হয়নি। বাদীপক্ষ ১৫/০৭/২০০৫ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষের নিকট নালিশী সম্পত্তির বিভাগ এর দাবি করলে বিবাদীগণ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদী কখনো সম্পত্তি বাটোয়ারার প্রস্তাব করেননি। উভয়পক্ষ এ বিষয়ে তাদের নিজ নিজ দাবি প্রমানার্থে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ যোগ করেননি। তবে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো, উভয়পক্ষ এরুপ প্রত্যাশা করে যে, নালিশী সম্পত্তি তাদের নিজ নিজ অংশমতে যাতে বিভাজন হয়। উভয়পক্ষের আচরণ হতে ইহা পরিস্কার যে, তারা নিজেদের মধ্যে আপোষমতে নালিশী সম্পত্তি বিভাজন

করিতে সমর্থ হননি। সুতরাং অত্র মামলাটি রুজুর পেছনে যথেষ্ঠ কারন বিদ্যমান ছিল মর্মে আমি বিবেচনা করি।

১৬) আরজি, জবাব পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীপক্ষ তার লিখিত জবাবে অত্র মামলাটি তামাদি দোষে বারিত মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু বিচারামলে সাক্ষ্যগ্রহণকালে তামাদির প্রশ্নটি বিবাদীপক্ষ হতে একেবারে উত্থাপিত হয়নি। দেখা যায় যে, বিগত ১৫/০৭/২০০৫ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ২৩/০৭/২০০৫ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৭) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৮) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ? "

বাদীপক্ষের আরজির তফসিল বর্ণনায় দেখা যায় নালিশী সম্পত্তি আর এস ১৫৩১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত। P.W.1 কর্তৃক দাখিলী উক্ত আর এস ১৫৩১ নং খতিয়ানের সি.সি (প্রদর্শনী-১) হতে দেখা যায়, মন্তব্য কলামের লিপি অনুযায়ী, নেজামত আলী নালিশী আর এস ৮৬৬৪ নং দাগে ১৭ শতকে মালিক দখলকার ছিলেন।

১৯) উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে, নেজামত আলীর মৃত্যুতে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত ০১ পুত্র ফজল আহমদ ও ০১ কন্যা গোলচেহেরা এবং ২য় স্ত্রী জোবেদা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। মুসলিম ফারায়েজ অনুসারে, নেজামত আলীর উক্ত ১৭ শতক ভূমিমধ্যে পুত্র ফজল আহমদ ৯.৯২ শতক; কন্যা গোলচেহেরা খাতুন ৪.৯৬ শতক এবং স্ত্রী জোবেদা খাতুন ২.১৩ শতক প্রাপ্ত হন।

২০) ইহা স্বীকৃত যে, গোল চেহেরা মরনে ০৩ কন্যা যথা ঃ মাসুমা বেগম, হাজেরা বেগম ও মোস্তফা খাতুন এবং ভ্রাতা ফজল আহমদ থাকে। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.1 গোলচেহের খাতুন তাহার প্রাপ্ত ৪.৯৬ শতক ভূমি তিন কন্যাকে দান করেছেন দাবি করলেও তৎসমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। সুতরাং উক্ত দানের বিষয়টি সত্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতারাং গোল চেহেরার স্বত্বীয় ৪.৯৬ শতক ভূমিমধ্যে কন্যা মাসুমা বেগম ১.১০ শতক; হাজেরা বেগম ১.১০ শতক; মোস্তফা খাতুন ১.১০ শতক এবং ভ্রাতা ফজল আহমদ ১.৬৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়। ফজল আহমদের সর্বসাকুল্যে (৯.৯২ + ১.৬৫) = ১১.৫৭ শতক প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২১) ইহা স্বীকৃত যে, ফজল আহমদ মরনে ০১ স্ত্রী সায়েরা খাতুন, ০১ পুত্র মোঃ হাসেম ও ০৪ কন্যা মজলিশ খাতুন, মরিয়ম খাতুন, মাজমা খাতুন ও আছমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ফারায়েজ মতে, ফজল আহমদের প্রাপ্ত ১১.৫৭ শতক ভূমিমধ্যে স্ত্রী সায়েরা খাতুন ১.৪৫ শতক; পুত্র হাসেম ৩.৩৭ শতক; কন্যা মজলিশ খাতুন ১.৬৯ শতক; মরিয়ম খাতুন ১.৬৯ শতক; মাজমা খাতুন ১.৬৯ শতক এবং আছমা খাতুন এর ১.৬৯ শতক প্রাপ্ত হয়।

২২) সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় নেজমাত আলীর ১৭ শতক ভূমি মধ্যে পুত্র ফজল আহমদের ওয়ারীশ সায়েরা খাতুন ১.৪৫ শতক; মোঃ হাসেম ৩.৩৭ শতক; মজলিশ খাতুন ১.৬৯ শতক ; মরিয়ম খাতুন ১.৬৯ শতক; মাজমা খাতুন ১.৬৯ শতক এবং আছমা খাতুন ১.৬৯ শতক; এবং কন্যা গোলচেহের খাতুনের ওয়ারীশ মাসুমা বেগম ১.১০ শতক; হাজেরা বেগম ১.১০ শতক ও মোস্তফা খাতুন ১.১০ শতক এবং ২য় স্ত্রী জোবেদা খাতুন ২.১৩ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়।

২৩) বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় অনুসন্ধান স্লিপ প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এল এ মামলা নং ৩৪/৮৪-৮৫ মূলে নালিশী ১৫৩১ খতিয়ানের ৮৬৬৪ দাগের ১১ শতক ভূমি সড়ক ও জনপথ বিভাগ এর জন্য সরকার অধিগ্রহণ করেন। সড়ক ও জনপথ বিভাগের পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী ০২ নম্বর মোকাবেলা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত রহিয়াছেন। অধিগ্রহনের বিষয়টি বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেননি।

২৪) বাদীপক্ষ ফজল আহমদের স্ত্রী পুত্র ও ৪ কন্যার প্রাপ্ত ১১.৫৭ শতক ভূমি হতে ৭.৪৮ শতক অধিগ্রহনের দাবি করেন। নেজামত আলীর পরবর্তী ওয়ারীশগণ এজমালিতে ভোদখলে থাকাবস্থায় উক্ত অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত ওয়ারীশগনের মধ্যে কোন লিখিত বন্টনানামা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট অংশীদারের অংশ নয় বরং সকল অংশীদারের নিকট হতে অংশ অনুযায়ী অধিগ্রহনের উক্ত ১১ শতক সম্পত্তি হিসাব করতে হবে। উক্ত হিসাবে অনুসারে, **ফজল আহমদের ওয়ারীশগনের অংশ মধ্যে সায়েরা খাতুনের অংশ হতে ০.৯৩৮ শতক; মোঃ হাশেম এর ২.১৮০ শতক; মাজমা খাতুনের ১.০৯৩ শতক; মজলিশ খাতুনের ১.০৯৩ শতক; আছমা খাতুনের ১.০৯৩ শতক; মরিয়ম খাতুনের ১.০৯৩ শতক এবং গোলচেহেরার কন্যা হাজেরা বেগমের অংশ হতে**

০.৭১১ শতক; মোস্তফা খাতুনের ০.৭১১ শতক; মাসুমা খাতুনের ০.৭১১ শতক এবং জোবেদা খাতুনের ১.৩৭ শতক মিলে সর্বমোট (০.৯৩৮+ ২.১৮০ + ১.০৯৩+ ১.০৯৩ + ১.০৯৩ + ১.০৯৩ + ০.৭১১ + ০.৭১১ + ০.৭১১ + ১.৩৭৮) = ১১.০০ শতক ভূমি অধিগ্রহন হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৫) এদিকে অধিগ্রহন বিষয়ে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, অধিগ্রহনকৃত ১১ শতক ভূমিতে ফজল আহমদের স্ত্রী পুত্র-কন্যাগণ এবং গোলচেহের খাতুনের দুই কন্যা মাজুমা ও হাজেরা খাতুন দখলকার ছিলেন। দাগের দক্ষিন-পশ্চিমাংশে দখলকার জোবেদা খাতুন এবং মোস্তফা খাতুন ক্ষতিপূরনের কোন অর্থ গ্রহন করেননি। ইহা সত্য যে, ফজল আহমদের সকল ওয়ারীশগনের অংশীয় সম্পত্তি অধিগ্রহন আওতায় পড়েছিল যা বাদীপক্ষও স্বীকার করেছেন। বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় অনুসন্ধান স্লিপ প্রদর্শনী-৩ হতে প্রতীয়মান হয় অধিগ্রহনের ফলে ক্ষতিপূরনের অর্থ ফজল আহমদের স্ত্রী, সায়রা খাতুন, পুত্র মোঃ হাসেম ও কন্যা মাজুমা খাতুন এবং গোলচেহের খাতুনের কন্যা হাজেরা খাতুন গ্রহন করেছিল। প্রতীয়মান হয় যে, ফজল আহমদ ও গোলচেহের খাতুনের দখলীয় অংশ থেকে অধিগ্রহন হওয়ায় তাদের ওয়ারীশগণ অধিগ্রহনের অর্থ গ্রহন করেছিলেন। বিবাদীপক্ষ জোবেদা খাতুন কিংবা মোস্তফা খাতুন ক্ষতিপূরনের কোন অর্থ গ্রহন করেননি মর্মে দাবি করেছেন। প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনায় স্পষ্ঠ প্রতীয়মান, জোবেদা খাতুন বা তার ওয়ারীশগণ ক্ষতিপূরনের কোন অর্থ গ্রহন করেননি। তবে মোস্তফা খাতুনের ক্ষতিপূরনে অর্থ গ্রহন না করার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। কেননা বিবাদীপক্ষের স্বীকৃত মতে মোস্তফা খাতুনের অপর দুই বোন মাসুমা ও হাজেরার দখলীয় ভূমি অধিগ্রহন আওতায় পড়েছিল। অর্থাত তারা ক্ষতিপূরনের অর্থ গ্রহন করেছিলেন। যেখানে সকল অংশীদের সম্পত্তি অধিগ্রহন আওতায় পড়েছিল সেখানে একই পরিবারভূক্ত হয়েও মোস্তফা খাতুনের অংশ অধিগ্রহন আওতায় পড়েনি বা তিনি কোন ক্ষতিপূরনের অর্থ প্রাপ্ত হননি মর্মে বিবাদীপক্ষের দাবি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন মর্মে আমি বিবেচনা করি। বস্তুত হাজেরা খাতুন বোনদের ক্ষতিপূরনের অর্থ উত্তোলন করেছিলেন।

২৬) প্রদর্শনী-৩ দৃষ্টে, যেহেতু জোবেদা খাতুন বা তার ওয়ারীশগণ ক্ষতিপূরনের অর্থ গ্রহন করেননি সুতরাং জোবেদা খাতুনের অংশীয় অধিগ্রহনকৃত ভূমির ক্ষতিপূরনের অর্থ ফজল আহমদ ও গোলচেহের খাতুনের ওয়ারীশগণ উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। জোবেদা খাতুন বাস্তবে ক্ষতিপূরনের অর্থ প্রাপ্ত হয়নি বিধায় অধিগ্রহনে তার যে অংশ পড়েছিল তা তিনি ক্ষতিপূরণ গ্রহনকারীদের অংশ হতে ফেরত পাবেন বলে আমি বিবেচনা করি। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ গ্রহনকারীদের অংশের সহিত সমানাংশে ১.৩৭ শতক ভূমি অতিরিক্ত যোগ হবে। ১.৩৭ শতক ভূমি ৯ জনের মধ্যে সমান-অংশে ভাগ হলে প্রত্যেকের অংশে ০.১৫২ শতক করে পড়বে।

২৭) সার্বিক হিসাব মতে, প্রত্যেক অংশীদারের অধিগ্রহনকৃত অংশের সহিত অতিরিক্ত ০.১৫২ করে যোগ করলে অধিগ্রহনকৃত ভূমির মোট পরিমান দাঁড়ায় (**সায়েরা খাতুনের ১.০৯ শতক + মোঃ হাশেম এর**

২.৩৩২ শতক+ মাজমা খাতুনের ১.২৪৫ শতক + মজলিশ খাতুনের ১.২৪৫ শতক + আছমা খাতুনের ১.২৪৫ শতক + মরিয়ম খাতুনের ১.২৪৫ শতক + গোলচেহেরার কন্যা হাজেরা বেগমের ০.৮৬৩ শতক + মোস্তফা খাতুনের ০.৮৬৩ শতক + মাসুমা খাতুনের ০.৮৬৩ শতক) = ১১.০০ শতক।

২৮) **এ পর্যায়ে নালিশী জোতে অধিগ্রহনকৃত ভূমি বাদে ফজল আহমদের ওয়ারীশ সায়রা খাতুনের অংশ দাঁড়ায় (১.৪৫- ১.০৯) = ০.৩৬ শতক; মোঃ হাশেম এর অংশ (৩.৩৭-২.৩৩২) = ১.০৩৮ শতক; মাজমা খাতুনের অংশ (১.৬৯-১.২৪৫) = ০.৪৪৫ শতক; মজলিশ খাতুনের অংশ (১.৬৯-১.২৪৫) = ০.৪৪৫ শতক; আছমা খাতুন এর অংশ (১.৬৯-১.২৪৫) = ০.৪৪৫ শতক; মরিয়ম খাতুন এর অংশ (১.৬৯-১.২৪৫) = ০.৪৪৫ শতক। আবার গোলচেহেরার কন্যা হাজেরা বেগমের অংশ দাঁড়ায় (১.১০-০.৮৬৩) = ০.২৩৭ শতক; মোস্তফা খাতুনের অংশ (১.১০-০.৮৬৩) = ০.২৩৭ শতক; মাসুমা খাতুনের অংশ (১.১০-০.৮৬৩) = ০.২৩৭ শতক।**

২৯) বাদীপক্ষ ফজল আহমদের ওয়ারীশগণ তাদের অংশীয় ১১.৫৭ শতক সম্পত্তি মধ্যে অধিগ্রহন বাদে ৪.২৫ শতক (২/১০ তিল) ভূমিতে স্বত্ববান থাকার দাবি করেছেন। কিন্তু উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তি ব্যাতিরেকে উক্ত ওয়ারীশগনের (সায়রা খাতুন ০.৩৬ শতক + মোঃ হাশেম ১.০৩৮ শতক + মাজমা খাতুন ০.৪৪৫ শতক + মজলিশ খাতুন ০.৪৪৫ শতক + আছমা খাতুন ০.৪৪৫ শতক + মরিয়ম খাতুন ০.৪৪৫ শতক) = ৩.১৭৮ শতক ভূমি অবশিষ্ট ছিল। বাদীপক্ষের দাবিমতে সায়রা খাতুন মরনে তার পুত্র কন্যা তৎ স্বত্ব পায়। **উক্ত প্রেক্ষিতে মোঃ হাসেম এর অংশ দাঁড়ায় ১.১৫৮ শতক ; মাজমা খাতুন ০.৫০৫ শতক; মজলিশ খাতুন ০.৫০৫ শতক আছমা খাতুন ০.৫০৫ শতক এবং মরিয়ম খাতুন ০.৫০৫ শতক।**

৩০) বাদীপক্ষ দাবি করেছে যে, মোঃ হাশেম তার স্বত্ব পারিবারিক আপোষবন্টনে বোনদের বরাবর ত্যাগ পূর্বক বিনিময়ে অন্য সম্পত্তি গ্রহন করেছেন। কিন্তু বাদীপক্ষ উক্ত দাবির সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক প্রমান বা বিনিময় দলিল অত্র মামলায় দাখিল করেননি। ফজল আহমদ বিনিময়ে অন্য সম্পত্তি গ্রহন করায় নালিশী দাগে ফজল আহমদের স্বত্ব ছিল না মর্মে বাদীপক্ষের এমন দাবি ভিত্তিহীন বলে আমি মনে করি।

৩১) বাদীপক্ষ ফজল আহমদের ক্যনা মাজমা খাতুন, আছমা খাতুন ও মজলিশ খাতুন এবং মরিয়ম খাতুনের ওয়ারীশগণ হতে ২১/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৫৮১৯ নং কবলামুলে ৪.২৫ শতক ভূমি খরিদের দাবি করেন। প্রদর্শনী-৫ হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। কিন্ত উক্ত মাজমা খাতুন গং ৪.২৫ শতক ভূমি হস্তান্তরের অধিকারী ছিলেন না বলে আমি মনে করি। বস্তুত মাজমা খাতুন গংদের (.৫০৫ + .৫০৫ + .৫০৫ + .৫০৫) = ২.০২ শতক ভূমিতে হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব ছিল। সুতরাং প্রদশর্নী-৫ কবলামূলে বাদী ৪.২৫ শতক নয়, বরং ২.০২ শতক ভূমিতে স্বত্বের অধিকারী হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩২) অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, জোবেদা খাতুন মরনে তৎ স্বত্ব ভ্রাতা বাচা মিয়া ওয়ারীশ হিসাবে প্রাপ্ত হয়। বাচা মিয়া ও তৎ স্ত্রী ছমুদা খাতুন মরনে তৎ তিন কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রতীয়মান হয় যে, বাচা মিয়া ছকিনা খাতুনের অংশীয় ২.১৩ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়। বাচা মিয়া ও তৎ স্ত্রী ছমুদা খাতুন মরনে ০৩ কন্যা ছকিনা খাতুন ০.৭১ শতক, খতিজা ০.৭১ শতক ও আজব খাতুন ০.৭১ শতক প্রাপ্ত হয়। ছকিনা খাতুন মরনে পুত্র শামছুল আলম ও কন্যা মাহফুজা খাতুন ওয়ারীশ হয়। সেহিসাবে সামসুল আলম ০.৪৭ শতক এবং কন্যা মাহফুজা খাতুন ০.২৪ শতক পাবেন। খতিজা খাতুনের পুত্র নুরুল আলম হয়। বি এস খতিয়ান প্রদ -২ দৃষ্টে দেখা যায়, বি এস খতিয়ানে উক্ত সামছুল আলম এবং নুরুল আলমের নামে / (এক আনা) অংশ করে রেকর্ড হয়েছে। সম্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে বি এস খতিয়ান উক্ত সামছুল আলম এবং নুরুল আলমের নামে অংশাতিরিক্ত রেকর্ড হয়েছে যা ভুল হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

৩৩) বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগে ০৩ টি কবলা খরিদকৃত ২+ ১ + $\frac{১}{২} = ৩\frac{১}{২}$ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন মর্মে দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষে দাখিলীয় প্রদর্শনী- জ হতে দেখা যায়, বাচা মিয়ার পরবর্তী ওয়ারীশগণ তাদের প্রাপ্ত ২.১৩ শতক হতে ৩০/০৩/২০০৪ তারিখে ২২৮৬ নং কবলামুলে ২ শতক ভুমি ১ নং বিবাদী হাফেজ জাফর আহমদ বরাবর হস্তান্তর করেন। বিক্রিবাদ তাদের অবশিষ্ট ছিল ০.১৩ শতক। প্রদর্শনী- ঝ, ঝ(১) হতে দেখা যায়, মোস্তফা খাতুনের ওয়ারীশগণ অর্থাত দুই পুত্র আবদুল মন্নান ও আব্দুল খালেক এবং ০২ কন্যা সাফিয়া খাতুন ও আফিয়া খাতুন ১ + $\frac{১}{২} = ১\frac{১}{২}$ শতক ভুমি ০৮/০৮/২০০৪ তারিখে দুই কবলামুলে ১ নং বিবাদী হাফেজ জাফর আহমদ বরাবর হস্তান্তর করেন। কিন্তু মোস্তফা খাতুনের ওয়ারীশ গণ $১\frac{১}{২}$ শতক ভুমি হস্তান্তর করলেও মোস্তফা খাতুন কখনো $১\frac{১}{২}$ শতকে স্বত্ববান ছিলেন না। বিবাদীপক্ষ মোস্তফা খাতুন ওয়ারীশসূত্রে ১.৬৫ শতক প্রাপ্ত হয় দাবি করলেও বস্তুত মোস্তফা খাতুন ১.১০ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। উক্ত সম্পত্তি থেকে অধিগ্রহন বাবদ ০.৮৬৩ শতক বাদে তাহার নিকট অবশিষ্ট ০.২৩৭ শতক ছিল। সেহিসেবে মোস্তফা খাতুনের ওয়ারীশগণ ৩ টি কবলায় $১\frac{১}{২}$ শতক ভুমি হস্তান্তর করলেও প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তর গ্রহীতা ০.২৩৭ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হবেন। সার্বিক বিবেচনায় ১ নং বিবাদী (২+ ০.২৩৭) = ২.২৩৭ শতক ভুমিতে স্বত্ববান মর্মে আমি মনে করি।বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, ১ নং বিবাদীর খরিদীয় ৩.৫০ শতক ভুমি ওয়ারীশগনের মধ্যে ১(ক) নং বিবাদী আপোষে তার অংশ এবং ১(গ)-১(ঝ) নং বিবাদীগণ তাদের অংশ প্রদর্শনী- খ দানপত্র মূলে ১(খ) নং বিবাদী মোঃ মোবারক উদ্দিন বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী- খ দৃষ্টে উক্ত দানপত্র মুলে ১(খ) নং বিবাদী বরাবর ২.৭৩ শতাংশ হস্তান্তর করেছিলেন। বস্তুত ১(খ) নং বিবাদী উক্ত দানপত্র দলিলমূলে

২.২৩৭ শতকের বেশী অতিরিক্ত ভূমিতে স্বত্ববান নন বলে আমি বিবেচনা করি। বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় খারিজ খতিয়ান ও খাজনা দাখিলা প্রদ-চ ও ছ সিরিজ উক্ত বিবাদীর দখল প্রমান করে।

৩৪) সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান যে, নেজামত আলীর ১৭ শতক ভূমির মধ্যে ১১ শতক ভূমি অধিগ্রহনে চলে যায় এবং অবশিষ্ট ৬ শতকের মধ্যে বাদীপক্ষ ২.০২ শতক খরিদসূত্রে; + মোঃ হাসেম ১.১৫৮ শতক + ১(খ) নং বিবাদী ২.২৩৭ শতক + হাজেরা বেগম ০.২৩৭ + মাসুমা খাতুন ০.২৩৭ শতক + বাচা মিয়ার ওয়ারীশগন ০.১৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে আমি বিবেচনা করি।

৩৫) এমতাবস্থায় নালিশী জোতে বাদীপক্ষের প্রার্থিত ৪.২৫ শতক এর মধ্যে শুধুমাত্র ২.০২ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উপরিউক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিচার্য বিষয়টি বাদীপক্ষের অনূকূলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৬) বিচার্য বিষয় নং-৬ ঃ

নালিশী ভূমি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে কিনা ?

বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, তফসিল বর্নিত সম্পত্তি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ ভাবে রেকর্ড হয়েছে। বাদীপক্ষ উক্ত বি এস ২৮০৬ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২ দাখিল করেছেন। উক্ত খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায়, খতিয়ানে নেজামত আলীর স্ত্রী পুত্র কন্যা সায়রা খাতুন গং দের নাম একেবারে রেকর্ড হয়নি। এছাড়া গোল চেহেরা খাতুনের স্বত্ব তার তিন কন্যা ও ভ্রাতা ফজল আহমদ প্রাপ্ত হলেও বি এস খতিয়ানে উক্ত মাসুমা হাজেরা ও মোস্তফা খাতুনের নামে অংশাতিরিক্ত রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এদিকে বাচা মিয়া জের ওয়ারীশ সমছুল আলম ও নুরুল আলমের নামেও অংশাতিরিক্ত রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় নালিশী ভূমি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় নং ৬ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৭) **বিচার্য বিষয় নং -৭ ঃ**

বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারার ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

বাদীপক্ষ নালিশী তফসিলোক্ত ২/৩ দন্ত বা ৪.২৫ শতক ভূমিতে স্বত্ব দাবি করলেও সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে নালিশী তফসিল বর্নিত দাগ আন্দরে বাদীর ২.০২ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ রয়েছে। সুতরাং বাদীপক্ষ উক্ত ২.০২ শতক ভূমি বাবদ বাটোয়ারার আংশিক প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এভাবে উপরিউক্ত বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা হলো।

সুতরাং অত্র মোকদ্দমা বন্টনের ডিক্রীযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বিভাগের প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১(ক)-১(ঝ) নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় বাটোয়ারার আংশিক প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করা হলো।

বাদীপক্ষ নালিশী তফসিল বর্নিত দাগ আন্দরে ২.০২ শতক ভুমিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত ২.০২ শতক ভুমিতে পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন।

এই মর্মে ঘোষনা হচ্ছে যে, বিরোধীয় ভুমি সংশ্লিষ্ট বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে যা যথারীতি বে- আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীপক্ষের উপর বাধ্যকর নয়।

পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপসে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে।

আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।